Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ**

মঙ্গলবার the ২৮ day of **মে, ২০২৪**

অপর মামলা নং- ২১২/২০১৫

মোঃ নুরুন্নবী গং Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

মোঃ ইদ্রিছ গং Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming onfor final hearing on ০১/১২/১৯ খ্রিঃ, ২২/০৬/২১ খ্রিঃ, ১৭/১১/২১ খ্রিঃ, ১০/১০/২২ খ্রিঃ, ০২/০১/২৩ খ্রিঃ, ০১/০২/২৩ খ্রিঃ, ০৬/০৩/২৩ খ্রিঃ, ১১/০৪/২৩ খ্রিঃ, ২২/০৫/২৩ খ্রিঃ ও ০৭/০৬/২৩ খ্রিঃ।

In presence of

জনাব শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য্য -------Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব বলরাম কান্তি দাশ -------Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় আনীত দেওয়ানী মোকদ্দমা।

বাদীপক্ষ বিগত ২৯/০৯/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে নালিশী তফসিলোক্ত ভূমি সংক্রান্তে ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া চট্টগ্রামে মামলা দায়ের করিলে উহা অপর ২১২/২০১৫ নম্বর হিসাবে রেজিষ্ট্রি ও বালামভুক্ত হয়। অতপর মাননীয় জেলা জজ, চট্টগ্রাম এর বিগত ১৯/১১/২০২৩ ইং তারিখের ২৩৮/প্র: বি : নং প্রশাসনিক আদেশ মোতাবেক অত্র মামলাটি মাননীয় ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুন্যাল, চট্টগ্রাম এ প্রেরণ করা হলে উহা ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুন্যাল মামলা নং-৩০৩৯/২০২৪ হিসাবে রেজিষ্ট্রি ও বালামভুক্ত করা হয় এবং চুড়ান্ত বিচার নিষ্পত্তির জন্য অত্রাদালতে স্থানান্তরিত হয়। পরবর্তীতে রায় প্রস্তুতকালে আদালতের নিকট প্রতিভাত হয় যে অত্র মামলায় বি এস খতিয়ান সংশোধন বিষয়ক কোন ইস্যু নেই এবং ভুলক্রমে তা ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুন্যালে প্রেরণ করা হয়েছে। এমতাবস্থায়

মামলাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তি ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে পুনরায় ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুন্যাল হতে পূর্বোক্ত অপর ২১২/২০১৫ নম্বরে ফেরত নেওয়া হয়।

বাদীপক্ষের আরজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

তফসিলোক্ত ভূমির মূল মালিক ছিলেন মফিজা খাতুন ও মোবারক খাতুন। তৎ মতে তাদের নামে আর. এস. ১১৪১ খতিয়ানে ৭১৭৩ দাগের মন্তব্য কলামে চিহ্নিত মতে জরীপ পরিমিত আছে। মোবারক খাতুন মফিজা খাতুনের কন্যা বটে। উক্ত মফিজা খাতুন ও মোবারক খাতুন ০৪/১০/৩৩ ইং তারিখের ২৯৩৬ নং কবলা মূলে নালিশী আর. এস. ৭১৭৩ দাগের সম্পূর্ণ ১০ শতক সহ ২৮ শতক জমি ওমর মিয়ার নিকট বিক্রয় করেন। ওমর মিয়া মরণে পুত্র আবদুল খালেক ও কন্যা আনোয়ার খাতুন ওয়ারিশ থাকে। আবদুল খালেক এর নামে বি. এস. ২৮৮৮ নং খতিয়ান হয়। বি. এস. রেকর্ডি আবদুল খালেক ১৩/০৬/৮৭ ইং তারিখের ৪০৫০ নং কবলা মূলে নালিশী দাগে ৬$\frac{১}{২}$ শতক জমি চকবন্দ সহকারে মোহাম্মদুর রহমানের নিকট হস্তান্তর করেন। বাকী ৩$\frac{১}{২}$ শতক জমি আবদুল খালেক এর ভগ্নি আনোয়ার খাতুন ০৬/০৫/৫৮ ইং তারিখের ৩০৪৮ নং কবলা মূলে সফিকুর রহমানের নিকট হস্তান্তর করেন। এভাবে নালিশী দাগে মোহাম্মদুর রহমান ৬$\frac{১}{২}$ শতক এবং সফিকুর রহমান ৩$\frac{১}{২}$ শতক ভূমিতে খরিদ সূত্রে স্বত্ববান দখলকার থাকে। উক্ত মোহাম্মদুর রহমান মরণে ১-৮ নং বাদীগণ ওয়ারিশ হয়। সফিকুর রহমান মরণে ১৬-২১ নং মোকাবিলা বিবাদীগণ তৎ ওয়ারিশ হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, বি. এস. খতিয়ানে সফিকুর রহমান এর নামের স্থলে ভুলে রফিকুর রহমান লিপি হইয়া গিয়াছে। উক্ত সফিকুর রহমান ও আবদুল খালেক এর নামে শুদ্ধরূপে বি. এস. খতিয়ান চুড়ান্ত প্রচার আছে। নালিশী ১(ক) তফসিলোক্ত ভূমিতে বাদীগণ ছাড়া অন্য কাহারো স্বত্ব দখল নাই। ১নং বাদীর দায়েরকৃত ফৌজদারী মিস ৮০৮/১৪ নং মামলার ২০/০৫/১৪ ইং তারিখের রির্পোটে বাদীর দখল বিষয়ে বলা হয়েছে। পরবর্তীতে নামজারী মামলা নং- ১-৩৮৬/১০ তে ভূমি অফিস তদন্তক্রমে নালিশী জমি বাদীগণের দখলে আছে মর্মে রিপোর্ট প্রদান করেন। বিগত ০৫/০৯/১৫ ইং তারিখে মূল ১-৪ নং বিবাদীগণ নালিশী ১(ক) তফসিলের জমিতে বাদীগণ খরিদসূত্রে স্বত্ব দাবি করিয়া প্রকাশ করে যে নালিশী জমি ওমর মিয়া হইতে মোবারক খাতুন ১৯/০১/৫৪ ইং তারিখে ৭৮ নং কবলামূলে খরিদ করেছে। ১/২ নং বিবাদী মোবারক খাতুন এর পুত্র উল্লেখে ৩/৪ নং বিবাদীকে আমমোক্তারনামা প্রদান করে। প্রকৃত প্রস্তাবে মূল বিবাদীগণের কথিত ১৯/০১/৫৪ ইং তারিখের ৭৮ নং কবলা ১টি ফেরবী ও জাল দলিল বটে। উক্তরূপ কোন কবলার অস্থিত্ব নাই। বালামে উক্ত কবলার কোন অস্তিত্ব নেই। ১৯৫৪ ইং সনে ওমর মিয়া যদি জমি বিক্রয় করিত তাহা হইলে ওমর মিয়ার ওয়ারিশগণের নামে বি. এস. খতিয়ানে জরীপ হইত না। ১/২ নং বিবাদী নালিশী দাগের জমিতে কোন স্বত্ব দখল অর্জন না করায় তাহারা বর্তমানে ভূমি দস্যু ৩/৪ নং বিবাদীকে আমমোক্তার নামা দিয়া জোরে দখল নেওয়ার চেষ্টায় লিপ্ত আছে। ৪/৫ নং বিবাদীগণ

ইতিপূর্বে গোপনে ১/২ নং বিবাদীগণের নামে ৬০৭৬ নং নামজারী খতিয়ান সৃজন করিলে ১ নং বাদী ০৯/০৯/২০১৫ ইং তারিখে আপত্তি প্রদান করেন যাহা বিচারাধীন আছে। উক্ত ফেরবী দলিল ও নামজারী খতিয়ান দ্বারা বাদীগণের স্বত্ব দখলে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি না হইলেও তৎ দ্বারা বাদীগণের নির্মল স্বত্বে মেঘাবরণ সৃষ্টি হওয়ায় বাদীগণ অত্র মামলা দায়ের করিতে বাধ্য হইলেন।

অত্র মামলার ১-৪ নং বিবাদী লিখিত আপত্তি দাখিলপূর্বক মোকদ্দমায় প্রতিযোগিতা করেন। লিখিত আপত্তির মূল বক্তব্য নিন্মরুপ-

তফসিলোক্ত নালিশী আর. এস. ১১৪১ নং খতিয়ানের ৭১৭৩ দাগ সামিল বি. এস. ২৮৮৮ নং খতিয়ানের ৮৪০৫ দাগের ১০ শতক সম্পত্তি মফিজা খাতুন ও মোবারক খাতুনের ছিল। উক্ত মফিজা খাতুন ও তৎ কন্যা মোবারক খাতুন ৪/১০/১৯৩৩ ইং তারিখের ১৯৩৬ নং কবলা মূলে ওমর মিয়ার বরাবরে বিক্রী পূর্বক স্বত্ব দখল হস্তান্তর করেন। ওমর মিয়া উক্ত সম্পত্তি ১৯৫৪ ইং সনের ৭৮ নং কবলা মূলে মোবারেক খাতুনের বরাবরে বিক্রি করেন। ফলে ওমর মিয়ার পুত্র, কন্যা হইতে খরিদ সূত্রে বাদীগণের পুর্ববর্তী কোন স্বত্ব দখল প্রাপ্ত হন নাই। মোবারেক খাতুন এর নামে বি. এস. জরিপ চুড়ান্ত প্রচারিত হয়। মোবারেক খাতুন মরণে তৎ স্বত্ব ২ পুত্র ১/২ নং বিবাদী প্রাপ্ত হন। ১/২ নং বিবাদীর দখল দৃষ্টে বি. এস. ৬০৭৬ নং নামজারী খতিয়ান সৃজন করা হয়। উক্ত মতে ১/২ নং বিবাদী বিরোধীয় দাগের সম্পূর্ণ সম্পত্তি পূর্ববর্তী ক্রমে আমমোক্তার ৩/৪ নং বিবাদীর মাধ্যমে ভোগ দখল করে আসছেন। বাদীর দায়েরী ফৌজদারী মিছ ৮০৮/২০১৪ নং মামলা বিবাদীর দখল স্বীকারে বিগত ২৩/০৩/২০১৬ ইং তারিখ নথীজাত হয়। বিরোধীয় ভূমিতে বাদীর কোনরূপ স্বত্ব স্বার্থ দখল নাই। বাদীর কথিত ৬/৫/৫৮ ইং তারিখের ৩০৪৮ ও ১৩/৬/৮৭ ইং তারিখের ৪০৫০ নং দলিল মূলে ওমর মিয়ার পুত্র কন্যা হইতে কোন স্বত্ব দখল অর্জন করে নাই। কেননা কথিত দলিলাদির দাতার বিরোধীয় ভূমিতে বিক্রয় যোগ্য স্বত্ব ছিল না। কথিত দলিলাদি পণশূন্য, ফেরবী ও অকার্য্যকর বটে। বাদী অন্যায় লোভের বশবর্তী হইয়া মিথ্যা উক্তিতে অত্র মামলা দায়ের করায় উহা খারিজযোগ্য।

অত্র মামলার ২৩/২৪/২৫ নং বিবাদী লিখিত আপত্তি দাখিলপূর্বক মোকদ্দমায় প্রতিযোগিতা করেন। লিখিত আপত্তির মূল বক্তব্য নিন্মরুপ-

তফসিলোক্ত সম্পত্তি ১/২ নং বিবাদী নিযুক্তীয় আমমোক্তার ৩/৪ নং বিবাদী দ্বারা শাসন সংরক্ষন করিতেছেন। বিরোধীয় দাগের ১০ শতক ভূমি নিযুক্তিয় উক্ত আম-মোক্তার ৩/৪ নং বিবাদী বিগত ২৩/১২/২০ ইং তারিখের ৯৯৭৬ নং কবলা মূলে ২৩-২৫ নং বিবাদীর বরাবরে হস্তান্তর করেন। ২৩-২৫ নং বিবাদীর স্বত্ব দখল দৃষ্টে ৭৩৭৬ নং নামজারী খতিয়ান সৃজন হয়। বিরোধীয় ভূমিতে বাদীর কোনরূপ স্বত্ব স্বার্থ দখল নাই ও ছিল না। বাদীর কথিত ৬/৫/৫৮ ইং তারিখের ৩০৪৮ ও ১৩/৬/৮৭ ইং তারিখের ৪০৫০ নং দলিল মুলে ওমর মিয়ার পুত্র কন্যা হইতে কোন স্বত্ব দখল অর্জন করে নাই। কেননা কথিত দলিলাদির দাতার বিরোধীয় ভূমিতে বিক্রয় যোগ্য স্বত্ব ছিল না। কথিত দলিলাদি পণশুন্য, ফেরবী ও অকার্যকর বটে। বাদীর মামলা সব্যয় ডিসমিসযোগ্য।

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিম্নলিখিত বিষযসমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

১) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না?
২) অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কোন কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?
৩) অত্র মোকদ্দমা তামাদিদোষগত কারণে বারিত কি না?
৪) অত্র মোকদ্দমা পক্ষদোষে দুষ্ট কি না ?
৫) নালিশী জমিতে বাদীপক্ষের স্বত্ব স্বার্থ ও দখল আছে কিনা ?
৬) গত ১৯/০১/১৯৫৪ ইং তারিখের ৭৮ নং কবলা জাল, ফেরবী ও অকার্যকর এবং উহা বাদীর উপর বাধ্যকর নয় কিনা ?
৭) ১/২ নং বিবাদীর নামে সৃজিত ৬০৭৬ নং নামজারি খতিয়ান বে-আইনী ও অকার্যকর এবং উহা বাদীপক্ষের উপর বাধ্যকর কিনা ?
৮) বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না?

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত

মামলা প্রমাণার্থে বাদীপক্ষ ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ **মোঃ নুরুল আলম (P.W.1);** মোঃ নুরুল ইসলাম (P.W.2)। অন্যদিকে, বিবাদীপক্ষ মোট ০৩ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ মুহাম্মদ নুর হোসেন (আকাশ) (D.W.1), মোঃ ওসমান (D.W.2)। P.W.1 এবং D.W.1 জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে আরজী ও লিখিত জবাবে উল্লেখিত বক্তব্যকে পরস্পর সমর্থন করেছেন।

সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। আর এস **১১৪১** নং খতিয়ানের সি. সি. বি. এস. ২৮৮৮ নং খতিয়ানের সি.সি.	প্রদর্শনী -১ ১(ক)
২। বিগত ১৪/১০/৩৩ ইং তারিখের ২৯৩৬ নং কবলা সি. সি.	প্রদর্শনী -২
৩। বিগত ১৩/০৬/৮৭ ইং তারিখের ৪০৫০ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী-৩
৪। বিগত ০৬/০৫/৫৮ ইং তারিখের ৩০৪৮ নং কবলা সি. সি.	প্রদর্শনী-৪
৫। মিছ ৮০৮/১৪ মামলার আদেশ ও তদন্ত প্রতিবেদনের সি. সি.	প্রদর্শনী-৫, ৫(ক-ঘ)

সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বিবাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। ১৬/০৭/১৪ ইং তারিখের DCR এর মূলকপি	প্রদর্শনী -ক
২। বি. এস. নামজারী ৬০৭৬ নং খতিয়ানের মূল কপি	প্রদর্শনী -খ
৩। ৬/৫/১৪ ইং তারিখের DCR এর আসল কপি	প্রদর্শনী-গ
৪। ২৮৮৮ নং বি. এস. নামজারী খতিয়ানের আসল	প্রদর্শনী-ঘ
৫। ১৩/২/১২ ইং তারিখের ১৫৪৯ নং সাধারণ আমমোক্তার নামা	প্রদর্শনী-ঙ
৬। ১৪/১০/১৯৩৩ ইং তারিখের ২৯৩৬ নং কং এর সি. সি.	প্রদর্শনী-চ
৭। ১৯/০১/৫৪ ইং তারিখের ৭৮ নং দং আসল কপি	প্রদর্শনী-ছ
৮। মিস ৮০৮/১৪ মামলার ২৩/৩/১৬ ইং তারিখের আদেশের সি.সি.	প্রদর্শনী-জ
৯। বি. এস. নামজারী ৭৬৬৭ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী-ঝ
১০। খাজনার দাখিল আসল	প্রদর্শনী-ঞ
১১। ২৭/০৫/২১ ইং তারিখের নামজারী কেন নং ২১৭৫/২০-২১ এর DCR এর আসল	প্রদর্শনী-ট
১২। ২৩/১২/২০ ইং তারিখের ৯৯৭৬ নং কবলার সি. সি.	প্রদর্শনী-ঠ

বিচার্য বিষয় নম্বর ১-৩ ঃ

" অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ?"

" অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?"

" অত্র মোকদ্দমা তামাদিদোষগত কারণে বারিত কি না ?"

উপরিল্লিখিত বিচার্য বিষয়ত্রয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে একত্রে নেওয়া হলো।

আরজি, জবাব ও নথিতে সন্নিবেশিত সাক্ষ্যপ্রমান পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে অত্র মামলাটি সম্পূর্ন দেওয়ানী প্রকৃতির এবং অত্রাদালতের মোকদ্দমাটি বিচারে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা নেই। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয় মর্মে বিবেচনা করি।

বাদীপক্ষের দাখিলী আরজি বক্তব্য হতে মোকদ্দমা দায়েরের যথেষ্ট কারন প্রকাশ পেয়েছে। বাদীপক্ষের দাবিমতে, বাদীগণ নালিশী সম্পত্তিতে পূর্ববর্তীর খরিদক্রমে স্বত্ববান ও ভোগদখলকার নিয়ত আছেন। ১-৪ নং বিবাদীগণ বিগত ০৫/০৯/২০১৫ ইং তারিখে নালিশী জমিতে বাদীগনের স্বত্ব অস্বীকার পূর্বক কথিত

১৯৫৪ ইং সনের ৭৮ নং কবলার বিষয়টি প্রকাশ করে। বিগত ০৯/০৯/২০১৫ ইং তারিখে অত্র মামলার কারন উদ্ভব হয় এবং ২১/০৯/২০১৫ ইং তারিখে মোকদ্দমাটি রুজু হয় যা বিধিবদ্ধ তামাদি সময়সীমার মধ্যেই হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং অত্র মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়; তামাদি দ্বারা বারিত নয় এবং মোকদ্দমা রুজুর যথেষ্ট কারন বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত প্রেক্ষিত বর্নিত ইস্যুত্রয় বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

বিচার্য বিষয় নম্বর ৪ ঃ **" অত্র মোকদ্দমা পক্ষ দোষে দুষ্ট কি না? "**

আরজি, লিখিত জবাব, সমস্ত সাক্ষ্য প্রমান ও নথি পর্যালোচনায় এমন কিছু পেলাম না যা দ্বারা মামলাটি পক্ষদোষে দুষ্ট মর্মে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায়। তাছাড়া যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বিবাদীপক্ষ এই বিষয়ের উপর কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নি। সুতরাং অত্র বিচার্য বিষয় ও বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

বিচার্য বিষয় নম্বর ৫ -৭ ঃ

" নালিশী জমিতে বাদীপক্ষের স্বত্ব স্বার্থ ও দখল আছে কিনা ? "

" গত ১৯/০১/১৯৫৪ ইং তারিখের ৭৮ নং কবলা জাল, ফেরবী ও অকার্যকর এবং উহা বাদীর উপর বাধ্যকর নয় কিনা ?"

" ১/২ নং বিবাদীর নামে সৃজিত ৬০৭৬ নং নামজারি খতিয়ান বে-আইনী ও অকার্যকর এবং উহা বাদীপক্ষের উপর বাধ্যকর কিনা ?"

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিদার্থে উপরোক্ত বিচার্য বিষয়দ্বয় একত্রে গ্রহন করা হলো।

উভয়পক্ষ দ্বারা ইহা স্বীকৃত যে নালিশী তফসিলোক্ত আর এস ১১৪১ নং খতিয়ানের ৭১৭৩ দাগের ১০ শতক ভূমির মূল মালিক ছিল মফিজা খাতুন ও মোবারক খাতুন। আর এস ১১৪১ খতিয়ানের সি.সি কপি প্রদর্শনী-১ হতে উহার সত্যতা পাওয়া যায়। উভয়পক্ষ দ্বারা আরো স্বীকৃত যে, মফিজা ও মোবারক খাতুন উক্ত ১০ শতক ভূমি ৪/১০/১৯৩৩ ইং তারিখের ২৯৩৬ নং কবলা [প্রদর্শনী-২] মূলে ওমরা মিয়ার নিকট হস্তান্তর করেন। বাদীপক্ষের দাবিমতে ওমর মিয়া মরনে এক পুত্র আবদুল খালেক ও এক কন্যা আনোয়ারা খাতুন ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। আবদুল খালেকের নামে বি এস ২৮৮৮ নং খতিয়ান প্রদর্শনী-১(ক) প্রচারিত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

প্রদর্শনী-৩ হতে দেখা যায় উক্ত আবদুল খালেক নালিশী দাগে ৬.৫০ শতক ভূমি ১৩/০৬/৮৭ ইং তারিখের ৪০৫০ নং কবলামূলে মোহাম্মদুর রহমানের নিকট হস্তান্তর করেন। অবশিষ্ট ৩.৫০ শতক ভূমি আবদুল খালেকের ভগ্নী আনোয়ার খাতুন ৬/৫/১৯৫৮ ইং তারিখে ৩০৪৮ কবলামুলে [প্রদর্শনী-৪] সফিকুর রহমানের নিকট হস্তান্তর করেন। ১-৮ নং বাদীগণ মোহাম্মদুর রহমানের ওয়ারীশ এবং ১৬-২১ নং

মোকাবেলা বিবাদী সফিকুর রহমানের ওয়ারীশ হয়। এভাবে বাদীগণ ১(ক) তফসিলোক্ত ৬.৫০ শতক ভূমিতে স্বত্ববান হন মর্মে দাবি করেন।

অপরদিকে বিবাদীপক্ষের দাবিমতে ওমর মিয়া নালিশী দাগে তাহার খরিদা ১০ শতক ভূমি ১৯/০১/১৯৫৪ ইং তারিখের ৭৮ নং কবলামুলে মোবারেক খাতুনের বরাবরে হস্তান্তর করেছেন। বিবাদীপক্ষ ওমর মিয়ার ওয়ারীশ আবদুল খালেক ও আনোয়ার খাতুন পিতা ওমর মিয়া হতে কোন স্বত্ব অর্জন করেননি মর্মে দাবি করেছেন এবং তাদের দ্বারা হস্তান্তরিত কবলা প্রদর্শনী-৩ ও প্রদর্শনী-৪ ফেরবী ও অকার্যকর দাবি করেছেন। উক্ত কবলার মূল কপি [প্রদর্শনী-ছ] হতে উক্ত হস্তান্তরের সত্যতা প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বাদীপক্ষ উক্ত কবলা জাল ফেরবী ও অকার্যকর দাবি করেছেন। বিবাদীপক্ষ তাদের পূর্ববর্তী মোবারক খাতুন এর নামে বি এস জরিপ শুদ্ধরুপে রেকর্ড হয়েছে মর্মে দাবি করেছেন। বি এস ২৮৮৮ নং খতিয়ানের সি.সি কপি হতে দেখা যায়, মোবারক খাতুন জং-বাচা মিয়া এর নামে বি এস জরিপ প্রচারিত হয়েছে। ১/২ নং বিবাদীর নামে ১৩/০৭/২০১৪ ইং তারিখে ৬০৭৬ নং নামজারি খতিয়ান সৃজিত হয়েছে মর্মে পাওয়া গিয়াছে।

উপরোক্ত আলোচনা পর্যালোচনায় দেখা যায়, তফসিলোক্ত ১০ শতক ভূমি বাদীপক্ষ ওমরা মিয়ার ওয়ারীশ হতে খরিদের দাবি করলেও বিবাদীপক্ষ স্বয়ং ওমরা মিয়া হতে খরিদের দাবি করেছেন। বাদীপক্ষ ১৯/০১/১৯৫৪ ইং তারিখের ৭৮ নং কবলা জাল ও ফেরবী উপায়ে সৃজিত মর্মে দাবি করেছেন। যেহেতু বাদীপক্ষ কথিত কবলাটি জাল ফেরবী মর্মে দাবি করেছেন সেহেতু উক্ত কবলা যে জাল জালিয়াতির আশ্রয়ে সৃজিত হয়েছে উক্ত বিষয়টি বাদীপক্ষ কে প্রমাণ করা উচিত ছিল। বাদীপক্ষ মৌখিকভাবে কথিত কবলা জাল ও ফেরবী মর্মে দাবি করিয়া দায় শেষ করেছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। তবে বিরোধীয় বিষয় সুষ্ঠ সমাধান এর নিমিত্ত উক্ত কবলা বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান সমীচীন হবে বলে অত্র আদালত মনে করে। বিবাদীপক্ষ উক্ত ১৯/০১/১৯৫৪ ইং তারিখের ৭৮ নং মূলে কবলা দাখিল করেছেন যা প্রদর্শনী-ছ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। উক্ত কবলাটি ২ ফর্দে ৪ পাতায়। কবলার ১ম ও ৩য় পাতা লক্ষ করলে দেখা যাবে কবলাটি পুরাতন দেখানোর জন্য একধরনের খাকি বর্ণের পদার্থ ব্যবহার করা হয়েছে যা করার কোন যৌক্তিকতা আমি দেখি না। যদি ধরেও নিই কোন কারনে উক্ত পদার্থ কবলায় লেগেছে তাহলে কবলার ২য় ও ৪র্থ পাতায় তা নেই কেন ? আবার ৩য় পাতা ভেতরের অংশে থাকায় তাহাতে উক্ত পদার্থ লাগার কোন সম্ভাব্যতা আমি দেখিনা। প্রতীয়মান হয় যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এবং শুধুমাত্র লেখাযুক্ত পাতায় কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার নিমিত্ত উক্ত খাকী পদার্থের প্রলেপ লাগিয়েছে যাহাতে দলিলটি পুরাতন দেখায়। আরেকটি বিষয় লক্ষনীয় কবলার যে স্থানে লেখা রয়েছে সেখানে উক্ত খাকি রংয়ের পদার্থ তেমন লাগানো হয়নি, তার বাহিরের অংশে উক্ত খাকী রংয়ের প্রলেপ লাগানো হয়েছে। যেকোন সাধারন মানুষের পক্ষে বিষয়টি অনুধাবনযোগ্য। ইহা হতে অনুমান আসে যে এই কবলাটি পুরাতন দেখানোর জন্য এরুপ করা হয়েছে। এই কবলাটি যে সৃজিত তার আরেকটি প্রমাণ হলো কবলায় সাব-রেজিস্ট্রারের সাক্ষরে ভিন্নতা বা গরমিল রয়েছে। সাব-রেজিস্ট্রার প্রদত্ত চারটি সাক্ষর আমি খুব মনোযোগের সহিত পর্যবেক্ষন করেছি যাহা হতে এরুপ প্রতীয়মান হয় যে উক্ত সাক্ষর কথিত সাব-রেজিস্ট্রারের নয়। কথিত কবলায় সাব-রেজিস্টার

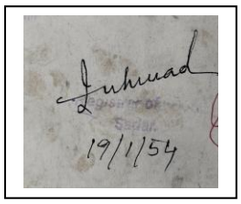

নমুনা-১

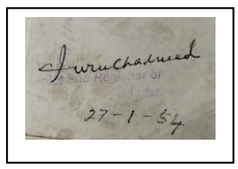

নমুনা-২

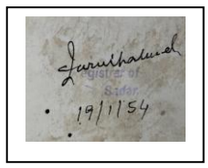

নমুনা-৩

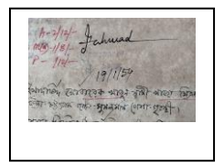

নমুনা-৪

নামীয় উপরি বর্নিত ৪ টি সাক্ষর পর্যবেক্ষনে প্রতীয়মান হয় ৪ টি সাক্ষরের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। অর্থাত সাক্ষরসমূহ প্রকৃত ব্যাক্তির সাক্ষর নয়। উপরের চারটি সাক্ষর চার ধরনের যাহা খালি চোখে একেবারে স্পষ্ঠ। উক্ত সাক্ষরসমূহ এখনকার সময়কালের জেল কলমের। সাক্ষরের নিচে যে তারিখ দেওয়া হয়েছে তা অন্য কলমের। এসকল বিষয় বিবেচনায় ইহা অতি স্পষ্ঠ যে কথিত কবলা জাল পূর্বক সৃজন করা হয়েছে। আবার উক্ত কবলায় মোবারেক খাতুন এর স্বামীর নাম খাজা মিয়া লিপি আছে অথচ বি এস খতিয়ানে মোবারক খাতুনের স্বামীর নাম বাচা মিয়া লেখা আছে। আরেকটি বিষয় লক্ষনীয় যে দাতা ওমর মিয়ার মৃত্যুর পর উক্ত ১০ শতক সম্পত্তি সংক্রান্তে তার পুত্র আবদুল খালেক ও তৎ কন্যার হস্তান্তরিত অংশের গ্রহীতা সফিকুর রহমান @ রফিকুর রহমান এর নামে বি এস ২৮৮৮ নং খতিয়ান শুদ্ধরুপে জরিপ প্রচারিত হয়েছে। ওমরা মিয়া যদি সত্যিকার অর্থে মোবারেক খাতুন বরাবর হস্তান্তর করতেন তাহলে আবদুল খালেক ও রফিকুর রহমানের নামে বি এস জরিপ হবার কথা ছিল না। আরেকটি বিষয় লক্ষনীয় যে, আবদুল খালেক এর বিক্রিত ১৩/০৬/৮৭ ইং তারিখের ৪০৫০ নং কবলা এবং আনোয়ার খাতুন এর বিক্রিত ৬/৫/১৯৫৮ ইং তারিখে ৩০৪৮ কবলা [প্রদর্শনী-৪] বিষয়ে ১/২ নং বিবাদীপক্ষ বা তৎ পূর্ববর্তী মোবারেক খাতুন কখনো কোন আইনী ব্যাবস্থা গ্রহন করেছেন মর্মে প্রতীয়মান হয় না। নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান যে বাদীর পূর্ববর্তী বায়া আবদুল খালেক এর নামে হয়েছে তৎ মর্মে কোন পদক্ষেপ নিয়েছেন মর্মে দৃষ্ট হয়নি। অর্থাত আবদুল খালেক ও রফিকুর রহমানের নামে সঠিকভাবে জরিপ লিপি হয়েছে বিধায় ১/২ নং বিবাদী কোন পদক্ষেপ নেননি মর্মে অনুমিত হয়। সুতরাং তফসিলোক্ত নালিশী ১০ শতক ভূমি ওমরা মিয়া হতে তৎ ওয়ারীশ আবদুল খালেক ও আনোয়ার খাতুন এবং তাদের থেকে খরিদসূত্রে বাদীগনের পূর্ববর্তী মোহাম্মদুর রহমান ও ১৬-২১ নং মোকাবেলা বিবাদীর পূর্ববর্তী রফিকুর রহমান খরিদ করেছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। সার্বিক বিবেচনায় ওমর মিয়া ১/২ নং বিবাদীর পূর্ববর্তী মোবারেক খাতুন বরাবরে কোন সম্পত্তি হস্তান্তর করেননি মর্মে প্রতীয়মান হয়। বিবাদীপক্ষ ওমর মিয়া সম্পাদিত ১৯/০১/১৯৫৪ ইং তারিখের ৭৮ নং যে কবলা উপস্থাপন করেছেন তা জালিয়াতির আশ্রয়ে সৃজিত হয়েছে বলে আমি মনে করি। উক্ত কবলামুলে বিবাদীর পূর্ববর্তী মোবারেক খাতুন কোন স্বত্ব অর্জন করেননি মর্মে প্রতীয়মান হয়। মোবারক খাতুন এর নামে নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস রেকর্ড অশুদ্ধ ও ভিত্তিহীন হয় মর্মে অত্র আদালত বিবেচনা করে। সুতরাং নালিশী ভূমি সম্পর্কিত ১ /২ নং বিবাদীর নামীয় বি এস নামজারি ৬০৭৬ নং খতিয়ান বে-আইনী ও অশুদ্ধ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

উপরিউক্ত আলোচনা হতে ইহা পরিস্কার যে, নালিশী ১(ক) তফসিলোক্ত ৬.৫০ শতক ভূমি ওমর মিয়ার ওয়ারীশ বি এস রেকর্ডী আবদুল খালেকের নিকট হতে বাদীগনের পূর্ববর্তী মোহাম্মাদুর রহমান খরিদসূত্রে

প্রাপ্ত হয়ে স্বত্ববান ও ভোগদখলকার ছিলেন। পরবর্তীতে মোহাম্মাদুর রহমানের মৃত্যুতে ১-৮ নং বাদীগণ স্বত্ববান ও দখলকার হন। বি এস খতিয়ান ও মিস ৮০৮/২০১৪ মামলার প্রতিবেদন প্রদশনী- ৫(গ) ও প্রদর্শনী-৫(ঘ) পর্যালোচনায় নালিশী সম্পত্তিতে বাদীপক্ষের দখলে রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সর্বশেস বি এস জরিপে বাদীগনের পূর্ববর্তী বায়া আবদুল খালেকের নামে বি এস জরিপ শুদ্ধ হলেও বিবাদীদের সৃজিত ১৯/০১/১৯৫৪ ইং তারিখের ৭৮ নং জাল কবলা ভিত্তিতে বিবাদীর পূর্ববর্তী মোবারেক খাতুন এর নামে বি এস খতিয়ান সৃজিত হয়েছে যা সম্পূর্ন বে-আইনী ও ভিত্তিহীন হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। নালিশী দাগ ভূমিতে বিবাদীর পূর্ববর্তীর কোন স্বত্ব স্বার্থ সৃষ্টি হয়নি বিধায় ১/২ নং বিবাদীর নামীয় ৬০৭৬ নামজারি খতিয়ান অশুদ্ধ ও বে-আইনী হয়েছে মর্মে বিবেচনা করি। ১/২ নং বিবাদীর আম-মোক্তার দ্বারা পরবর্তী হস্তান্তর সমূহ বে-আইনী ও অকার্যকর হইবে। সার্বিক বিবেচনায় তফসিলোক্ত নালিশী সম্পত্তিতে বাদীগনের স্বত্ব স্বার্থ ও দখল রহিয়াছে এবং উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত ১/২ নং বিবাদীর নামীয় নামজারি ৬০৭৬ নং খতিয়ান ভুল ও ভিত্তিহীন হয় মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এছাড়া বিবাদীপক্ষের দাবিকৃত ১৯/০১/১৯৫৪ ইং তারিখের ৭৮ নং কবলা জাল ও ফেরবী উপায়ে সৃজিত হয়েছে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। সুতরাং বিচার্য বিষয় নম্বর ৫-৭ বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

বিচার্য বিষয় নম্বর ৮ ঃ **" বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না ?"**

বাদীপক্ষের আরজি , লিখিত জবাব, মৌখিক সাক্ষ্য ও দালিলিক প্রমানাদি ও বিজ্ঞ কৌসুলিদের বক্তব্য ইত্যাদি সার্বিক পর্যালোচনায় আমার বলতে দ্বিধা নেই যে , বাদীপক্ষ তার মামলা প্রমান করতে সমর্থ হয়েছে। যেহেতু সকল বিচার্য বিষয় বাদীপক্ষের অনুকুলে নিষ্পত্তি করা হয়েছে সুতরাং বাদীপক্ষ তার প্রার্থিত ডিক্রী পাবার হকদার। ৫

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব, আদেশ হয় যে,

ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ১-৪ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফাসূত্রে এবং অপরাপর বিবাদীর বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় ডিক্রী হলো।

এই মর্মে ঘোষনা করা যাচ্ছে, নালিশী ১(ক) তফসিল বর্ণিত ৬.৫ শতক ভুমিতে বাদীর উত্তম ও অপরাজেয় স্বত্ব রহিয়াছে এবং উক্ত ভুমি সংশ্লিষ্টে ১/২ নং বিবাদীর নামীয় বি এস নামজারি ৬০৭৬ নং খতিয়ান ভুল বে-আইনী ও ভিত্তিহীন হয়।

আরো ঘোষনা করা যাচ্ছে যে, দাতা ওমর মিয়া ও গ্রহীতা মোবারেক খাতুন নামীয় ১৯/০১/১৯৫৪ ইং তারিখের ৭৮ নং কবলা বে-আইনী ও জাল কবলা হয় যাহা বাদীগনের উপর বাধ্যকর নয়।

আমার স্বহস্তে লিখিত ও সংশোধিত

(মোঃ হাসান জামান)
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ ২য় আদালত
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

(মোঃ হাসান জামান)
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ ২য় আদালত
পটিয়া, চট্টগ্রাম।